দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 22 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গত ২ অক্টোবর রাবিতে শিবির ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে গুলি ছুড়ছে তৌহিদ আল-তুহিন —ফাইল ফটো

রাবি ছাত্রলীগের নয়া সম্পাদকের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও হত্যা মামলা!

দলীয় নেতাদের ক্ষোভ : আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা

□ আজিবুল হক পার্থ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রলীগের সদ্য-গঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল তুহিনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা এবং স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। দলীয় কর্মী আব্দুল্লাহ আল সোহেল হত্যা মামলার প্রধান আসামি ছিলেন তুহিন। এর আগের বছর নগরীর পদ্মা আবাসিক এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতির মামলায় তিন মাসের জেলও খেটেছেন তিনি। এদিকে ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী ক্যাডার হিসাবে পরিচিত এ নেতাকে সাধারণ সম্পাদক করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দলের ত্যাগী নেতাকর্মীরা। অন্যদিকে 'তুহিন' আতঙ্কে সময় কাটাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, গত শনিবার

পৃ: ২ ক: ১

রাবি ছাত্রলীগের নয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ২৪তম কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতির পদ পেয়েছেন আগের কমিটির উপ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন আগের কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারী ক্যাডার হিসাবে পরিচিত তৌহিদ আল তুহিন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তৌহিদ আল তুহিনের বিরুদ্ধে দলীয় নেতা হত্যা মামলা, ডাকাতি এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ রয়েছে। গত বছরের ১৫ জুলাই রোববার পদ্মার সেতু নির্মাণের নামে আদায়কৃত চাঁদার টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে রাবি ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি হয়। এ ঘটনায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতা আব্দুল্লাহ আল হাসান সোহেল নিহত হয়। এই হত্যার ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতা মোমিন বাদী হয়ে মতিহার থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এ মামলায় প্রধান আসামি ছিলেন তুহিন। বর্তমানে তিনি এ মামলায় জামিনে আছেন। এর আগের বছর নগরীর পদ্মা আবাসিক এলাকায় একটি বাড়িতে ডাকাতি করেন তুহিন। ছয় লক্ষ টাকা ডাকাতির অভিযোগে ওই বাড়িওয়ালা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে। এ ঘটনায় তুহিন তিন মাসের জেলও খেটেছেন। এ মামলাতেও জামিনে বাইরে আছেন বলে জানা গেছে।

এছাড়াও তৌহিদ আল তুহিনের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য অস্ত্র উঁচিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপর গুলি ছোড়ার অভিযোগ রয়েছে। গত ২ অক্টোবর রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সাথে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় তুহিন শিবির কর্মীদের লক্ষ্য করে ফিল্মি স্টাইলে প্রকাশ্য অস্ত্র উঁচিয়ে গুলিবর্ষণ করে। এতে শিবির সেক্রেটারিসহ অন্তত পাঁচ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। এই সংঘর্ষের ছবি বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ পেলে শিক্ষামন্ত্রী এসব অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য রাবি উপাচার্যকে তাগিদ দেয়। এছাড়াও দলীয় কর্মীদের মারধর এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধর করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ছাত্রলীগের নেতার বিরুদ্ধে।

এদিকে ছাত্রলীগের চিহ্নিত অস্ত্রধারী নেতা তুহিনকে সাধারণ সম্পাদক করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দলের ত্যাগী নেতাকর্মীরা। আগের কমিটির এক সহ-সভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা আশা করেছিলাম দীর্ঘদিন পর ছাত্রলীগের কাউন্সিলের মধ্যে যোগ্য এবং সৎ নেতাদের এই কমিটি পদ দেওয়া হবে। কিন্তু যে কমিটি দেওয়া হয়েছে এই কমিটির সাংগঠনিক কোন ভিত্তি নেই। এটা মূল রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন এর পছন্দের কমিটি। সম্পূর্ণ ব্যক্তি পছন্দের প্রার্থীদের এ কমিটিতে পদ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

দলের আর এক সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল এবং রাজশাহী মহানগর নেতাকর্মীরা আগে থেকেই বলে আসছেন কোন অছাত্র, বিবাহিত এবং অস্ত্রধারী ক্যাডারকে এ কমিটিতে পদ দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্লিন ইমেজের' ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সাথে প্রতারণা করেছে। ভেবেছিলাম আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিব কিন্তু আর বুঝি দেওয়া হল না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে অস্ত্রধারী ক্যাডারকে পদ দেওয়ায় আতঙ্কের মাঝে সময় পার করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এমনিতেই প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মাঝে দিন কাটায়। এর পর চিহ্নিত অস্ত্রধারী ক্যাডার হিসাবে পরিচিত এমন ব্যক্তিকে ছাত্রলীগের কমিটিতে পদ দেওয়ায় আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীসহ গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার আতঙ্কের মাঝে রয়েছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, শনিবার দিনভর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ছাত্রলীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় মহানগর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এসময় মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ মকবুল রহমান বাদশা, সাবেক সিটি মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন উপস্থিত ছিলেন।